ইতিহাস
দ্বাদশ শ্রেণি

1. সামাজ্যবাদ কাকে বলে?

উঃ সামাজ্যবাদের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথমদিকে এর অর্থ ছিল সামরিক কর্তৃত্ব। পরবর্তীকালে বলা হয় একটি দেশ নিজের স্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশ বা সংকুচিত করে সেই দেশ ও জাতির ওপর যে প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে তা হল সাম্রাজ্যবাদ। সমাজ্যাবাদের কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—

ক) প্রাথমিক স্তর :- কলম্বাসের ভৌগলিক অভিযান থেকে শুরু করে 1763 খ্রীঃ এর সপ্তদশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ পর্যন্ত সময় হল প্রাথমিক স্তর।

খ) দ্বিতীয় স্তর :- এই স্তরের সময়কাল আনুমানিক 1763-1870 খ্রীঃ পর্যন্ত।

গ) তৃতীয় স্তর :- এই স্তরের সময়কাল 1870 থেকে 1919 খ্রীঃ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান কাল পর্যন্ত।

সামাজ্রবাদের বিভিন্ন রূপও লক্ষ্য করা যায়—সামরিক সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বাদ।

2. সাম্রাজ্যবাদের যুগ কাকে বলে?

উঃ কলম্বাসের ভৌগলিক অভিযানের সময় থেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ নানা অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই প্রক্রিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুতরাং সেই পর্ব থেকে 1919 পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের যুগ হিসেবে চিহ্নিত।

3. নয়া সাম্রাজ্যবাদ কি?

উঃ দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশ বা জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও আর্থিক, সাময়িক ও রাজনৈতিক কারণে বিশ্বের উন্নত ও শক্তিশালী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয় এবং সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে নয়া সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটে।

4. ঔপনিবেশিকতাবাদ কাকে বলে?

উঃ ঔপনিবেশিকতাবাদ Colonialism কথাটি এসেছে লাতিন শব্দ Colonia থেকে যার অর্থ বিশাল সম্পত্তি বা Estate। সাধারণভাবে বলা যায় কোনো দেশ যদি অন্য দেশের ভূখণ্ড বা অঞ্চলকে নিজের অধীনস্থ করে নেয় তাহলে সেই অঞ্চলটির নাম হয় উপনিবেশ। Encyclopaedia of Social Sciences গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে উপনিবেশবাদ হল অন্য দেশের ভৌগলিক অঞ্চলের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে ধীরে ধীরে সেখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা।

পঞ্চদশ শতকে নৌশক্তিতে বলীয়ান ইংলন্ড, স্পেন, পর্তুগাল এশিয়া ও আফ্রিকা প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল।

5. শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বোলতে কি বোঝ?

উঃ ইউরোপের কিছু সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদ মনে করতেন যে, এশিয়া. আফ্রিকার অনুন্নত মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব রয়েছে, এদের সভ্যতার আলোকে নিয়ে আসা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই বিশ্বাসকে ''শ্বেতাঙ্গদের বোঝা'' বলা হয়েছে। জুলে ফেরি, রুডইয়ার্ড কিপলিং প্রমুখরা এই ধারণার উদ্ভাবক ছিলেন।